মন কি বাত

অধ্যায়-11

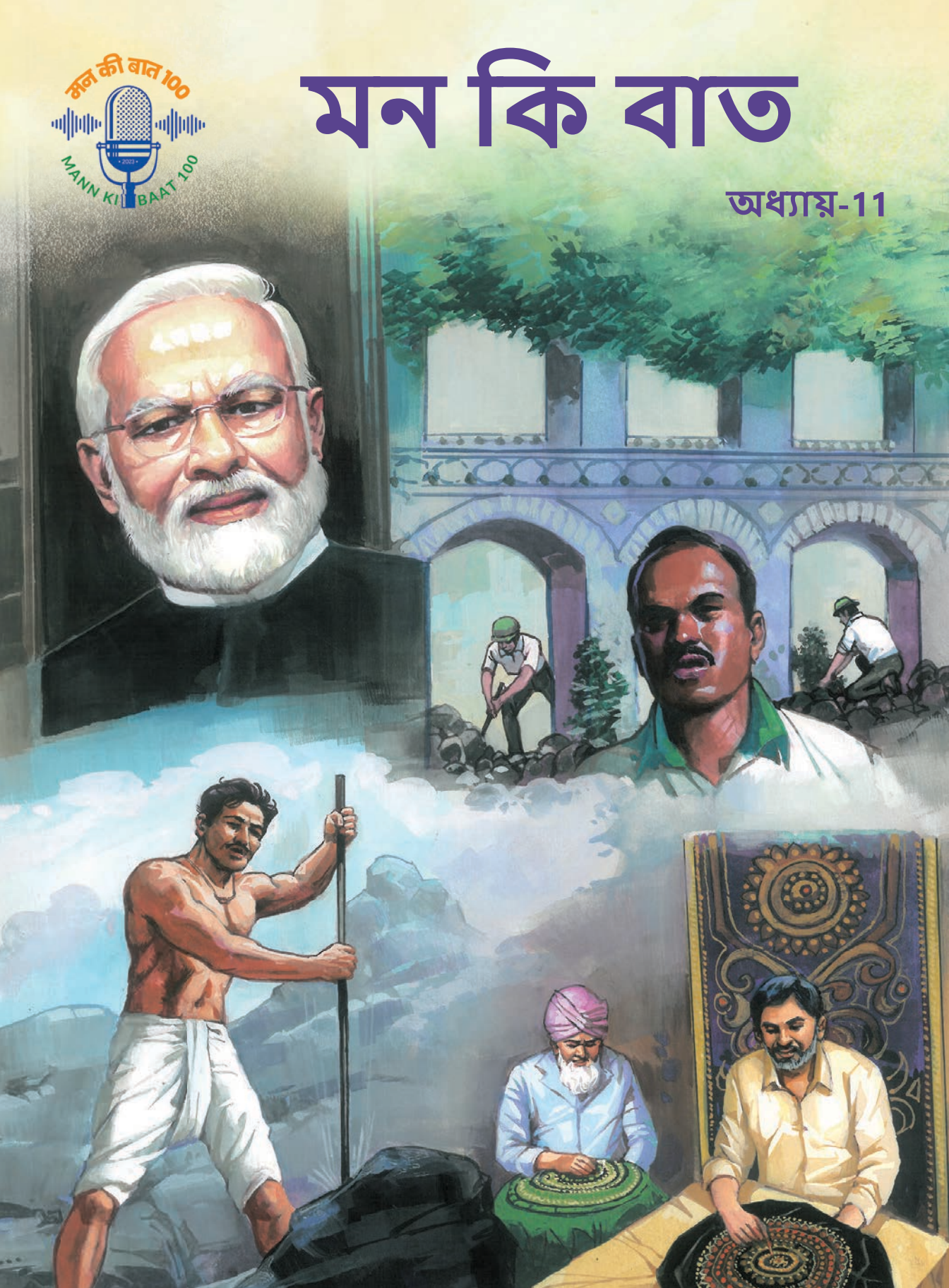

MANN KI BAAT
VOL.11

Illustrations and Cover Art
Dilip Kadam

Assistant Artist
Ravindra Mokate

Production
Amar Chitra Katha

Colourists
Prakash Sivan, Prajeesh V. P. and M. P. Rageeven

Layout Artist
Akshay Khadilkar

Published by
Amar Chitra Katha Pvt. Ltd

BENGALI

ISBN – 978-93-6127-422-0

Amar Chitra Katha Pvt. Ltd, February 2024

© Ministry of Culture, Govt of India, February 2024
All rights reserved. This book is sold subject to the condition that the publication may not be reproduced, stored in a retrieval system (including but not limited to computers, disks, external drives, electronic or digital devices, e-readers, websites), or transmitted in any form or by any means (including but not limited to cyclostyling, photocopying, docutech or other reprographic reproductions, mechanical, recording, electronic, digital versions) without the prior written permission of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

You can now get ACK stories as part of your classroom with **ACK Learn**,
a unique learning platform that brings these stories to your school with a range of workshops.
Find out more at **www.acklearn.com** or write to us at **acklearn@ack-media.com**.

প্রিয় শিশুরা,

"মাতা, পিতা, গুরু, দৈবম"- আমাদের সংস্কৃতি সবসময় এই কথায় বিশ্বাস করে।

একজন তামিল শিক্ষিকা এন.কে. হেমলতা এই কথাটি বিশ্বাস করে মেনে চলেন। COVID-19 মহামারী চলাকালীন, যখন স্কুলগুলি বন্ধ ছিল, হেমলতাজি পাঠের অ্যানিমেটেড ভিডিও তৈরি করেছিলেন এবং সেগুলি তার ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন।

এমন আরও আছেন, সাঁওতালি অধ্যাপক শ্রীপতি টুডু। কয়েক মাস গবেষণার পর, শ্রীপতিজি আমাদের সংবিধান সাঁওতালি ভাষায় অনুবাদ করেছেন। এখন, অনেক সাঁওতাল মানুষ শেষ পর্যন্ত তাদের অধিকার সম্পর্কে পড়তে পারছেন – আমি চাই প্রতিটি ভারতীয় নাগরিক এমন করতে সক্ষম হোক।

আসলে, একজন মহান শিক্ষককে সব সময় শ্রেণীকক্ষে পাওয়া যায় না।

রোগান শিল্পী আব্দুল গফুর খাত্রী 200 টিরও বেশি মেয়েকে টেক্সটাইল পেইন্টিংয়ের এই প্রাচীন শিল্প পদ্ধতিতে প্রশিক্ষিত করে, তাদের একটি ঐতিহাসিকভাবে পুরুষ-শাসিত ক্ষেত্রে স্থান দিয়েছেন। একইভাবে, নাগাল্যান্ডের লিডি ক্রোউ সোসাইটি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কর্মশালা পরিচালনা করে নাগা ঐতিহ্যকে হারিয়ে যাওয়া থেকে বাঁচানোর দিকে লক্ষ্য রেখেছে।

গান্ধীজি যেমন বলেছিলেন, "একটি শিখা থেকে হাজার মোমবাতি জ্বালানো যায়।" উৎসাহের সাথে শেখো এবং উদারভাবে শেখাও। তুমি যখন অন্য কারও মোমবাতি জ্বালাও, তখন এটি একটি মশাল হয়ে উঠতে পারে যা পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যায়।

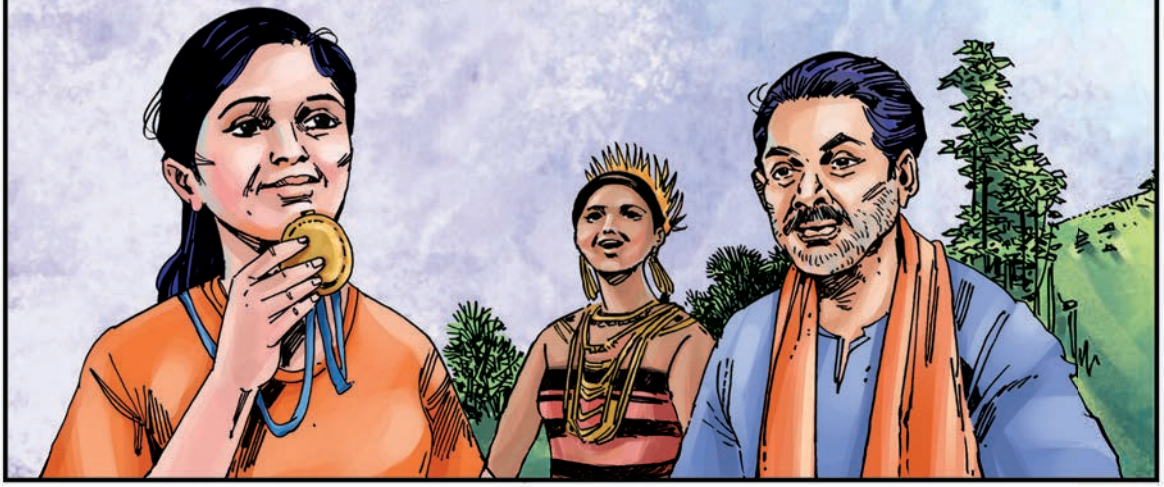

সূচীপত্র

1	আব্দুল গফুর খাত্রী	3
2	বন্দু ধোত্রে	6
3	দৈতারি নায়েক	9
4	লিডি ক্রোউ সোসাইটি	12
5	মার্টিনা দেবী	15
6	এন.কে. হেমলতা	17
7	মা সরস্বতী সেল্ফ হেল্প গ্রুপ	19
8	স্মার্টগাঁও	22
9	সোনালী হেলভী	25
10	শ্রীপতি টুডু	28
11	যুব ব্রিগেড	31

আব্দুল গফুর খাত্রী

বাচ্চারা ভারতের বিভিন্ন শিল্পকলা সম্পর্কে শিখছিল।

এটা কিভাবে সম্ভব যে আমরা এইগুলির অধিকাংশের কথা শুনিইনি?

মেশিনে তৈরি শিল্পকর্ম বাজার দখল করে নিয়েছে, দীনেশ। সেগুলি সস্তা এবং সহজলভ্য।

ART FORMS OF INDIA

আমি তোমাদের আব্দুল গফুর খাত্রী সম্পর্কে বলব, একজন শিল্পী যিনি তার শিল্পকে প্রাসঙ্গিক রাখতে লড়াই করেছিলেন। তিনি এখন এটিকে সারা বিশ্বে জনপ্রিয় করে তুলেছেন।

গল্প হবে! কী মজা!

'রোগান' শিল্প একটি প্রাচীন শিল্প ফর্ম যা পারস্য থেকে ভারতে এসেছিল। হাত দিয়ে কাপড়ে জটিল প্যাটার্ন তৈরি করতে বার্ণিশ, ক্যাস্টর অয়েল এবং রঞ্জকের মিশ্রণকে ব্যবহার করা হয়।

গুজরাটের কচ্ছের নিরোনা গ্রামের খাত্রী পরিবার বহু প্রজন্ম ধরে এই শিল্পের চর্চা করে আসছে।

1965 সালে, খাত্রী পরিবারে একটি শিশুর জন্ম হয়। তার নাম রাখা হয় আব্দুল। তিনি তার পরিবারকে রোগানের শিল্প অনুশীলন করতে দেখে বড় হয়ে ওঠেন।

এবার আমরা পুরু তেলের এই বলটিতে রঙ্গক যোগ করব।

দারুণ!

দুর্ভাগ্যবশত, 70 এর দশকের শেষের দিকে, এই শিল্পকলা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

কেউ আর হাতে তৈরি রোগান আর্ট কিনতে চায় না। তারা শুধুমাত্র মেশিনে প্রিন্ট করা কাপড় কেনে।

আমরা ভারতে রোগান শিল্পীদের শেষ পরিবার। আমরা এটি বন্ধ করে দিলে এই শিল্পধারা চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

অচিরেই আব্দুলকেও কাজের জন্য শহরে যেতে হয়। তিনি কিছুকাল আহমেদাবাদে এবং তারপর মুম্বাইতে বসবাস করেন।

কচ্ছে খরা প্রবল হয়ে উঠছে। দিনমজুরদের কোনো কাজ নেই। আমার পরিবার কীভাবে বাঁচবে?

1940 সালের শেষের দিকে, গুজরাট সরকার থেকে রোগান শিল্পকর্মের জন্য একটি আদেশ আসে। আব্দুল বাড়ি ফিরে তার পরিবারের সাথে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন।

অনেক দিন হয়ে গেছে। তোমাকে রোগানের দক্ষতা নতুন করে শিখতে হবে, আব্দুল।

হ্যাঁ, আব্বু। আমি আমাদের শিল্পের জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং এটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সবকিছু করব।

আজকের বিশ্বে রোগানকে প্রাসঙ্গিক রাখার জন্য আমাকে একটি উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

আগে, স্থানীয় সম্প্রদায়গুলি পোশাক এবং অন্যান্য ব্যবহারের জন্য আমাদের জামাকাপড় ক্রয় করত, কিন্তু এখন এটি মেশিনে তৈরি কাপড় দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এখন আমাদের একটি নতুন বাজার খুঁজে বের করতে হবে যা আমাদের শিল্প কিনতে পারে।

তুমি ঠিক বলেছ, আব্দুল।

শীঘ্রই, আব্দুল ঐতিহ্যবাহী রোগান ডিজাইনগুলিকে নতুন করে উদ্ভাবন করেন যাতে ওয়াল হ্যাঙ্গিং এর পাশাপাশি ব্যাগ, বিছানার চাদর, জ্যাকেট, কুর্তা এবং আরও অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

নতুন পণ্য ভালই বিক্রি হচ্ছে! পর্যটকরা ব্যাপক হারে বাণিজ্য পুনরুজ্জীবিত করেছে।

শীঘ্রই, খাত্রী পরিবার শিল্পের প্রতি আরও আগ্রহ তৈরি করতে পর্যটকদের সাথে প্রদর্শনী কর্মশালা এবং 'প্রশ্ন-উত্তর' সেশন পরিচালনা শুরু করে।

আজ, খাত্রী পরিবার প্রতিদিন 150 জনেরও বেশি দর্শনার্থী পায়, যারা রোগান শিল্প সম্পর্কে জানতে আগ্রহী।

আব্দুল আমাদের হস্তশিল্পকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। মানুষ আবার আমাদের চিনতে আগ্রহী হচ্ছে।

তাঁর শিল্পকর্মের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে, আব্দুল তার গ্রামের 200 টিরও বেশি মেয়েকে প্রশিক্ষণ দেওয়া শুরু করে। এটি একটি ঐতিহ্যগতভাবে পুরুষ-আধিপত্যের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

তোমাদের বয়েসে আমার আর আমার ভাইয়ের ধৈর্য তোমাদের থেকে অনেক কম ছিল। হা হা!

2014 সালে, শিল্পটি তার প্রাধান্যের শীর্ষে পৌঁছেছিল যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামাকে ট্রি অফ লাইফ নামে আব্দুল দ্বারা চিত্রিত একটি বার্ণিশ পেইন্টিং উপহার দিয়েছিলেন।

রোগান শিল্পকে এককভাবে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য, আব্দুলকে 2019 সালে পদ্মশ্রী পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল।

খাত্রী পরিবারের অনেক সদস্য জাতীয় পুরস্কারও পেয়েছেন। আবদুল তার শিল্পের প্রতি উৎসর্গ প্রাণ এবং উদ্ভাবনের জন্য মন কি বাত- এ প্রধানমন্ত্রী মোদী দ্বারা বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছিলেন।

বন্দু ধোত্রে

শিক্ষার্থীদের মধ্যে তখন একটি আলোচনা চলছিল।
আমি পড়েছি যে, আগে তাজমহল ছিল সম্পূর্ণ সাদা। বছরের পর বছর দূষণের কারণে এর রঙ এখন ফ্যাকাশে হলুদ হয়ে গেছে।
কিন্তু আমরা এই ক্ষতিগুলিকে ঠিক করতে পারি না বা স্মৃতিস্তম্ভটি পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব না। কিছুই করার নেই।

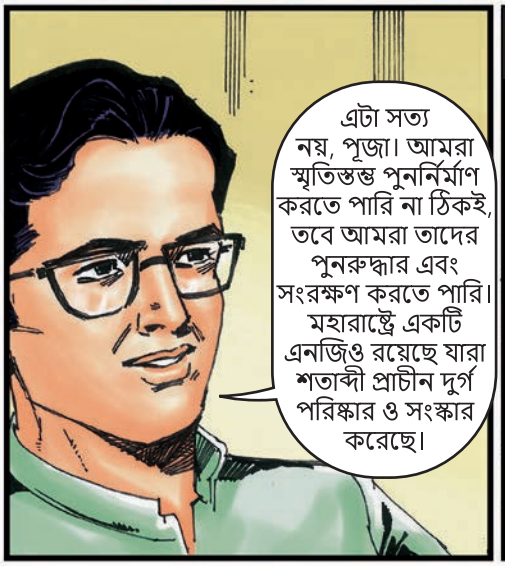
এটা সত্য নয়, পূজা। আমরা স্মৃতিস্তম্ভ পুনর্নির্মাণ করতে পারি না ঠিকই, তবে আমরা তাদের পুনরুদ্ধার এবং সংরক্ষণ করতে পারি। মহারাষ্ট্রে একটি এনজিও রয়েছে যারা শতাব্দী প্রাচীন দুর্গ পরিষ্কার ও সংস্কার করেছে।

মহারাষ্ট্রের চন্দ্রপুরের বাসিন্দা বন্দু ধোত্রে তার মাতৃভূমি ও প্রকৃতিকে ভালোবাসতেন।
এত শিল্প বিকাশের সাথে সাথে আমরা প্রকৃতিকে খুবই বিরক্ত করছি।
TIGER ATTACKS MAN
জেলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ছিল বনভূমির আওতাধীন, তাই বন্য প্রাণীদের সাথে মানুষের মুখোমুখি হওয়া একটি সাধারণ ঘটনা ছিল।

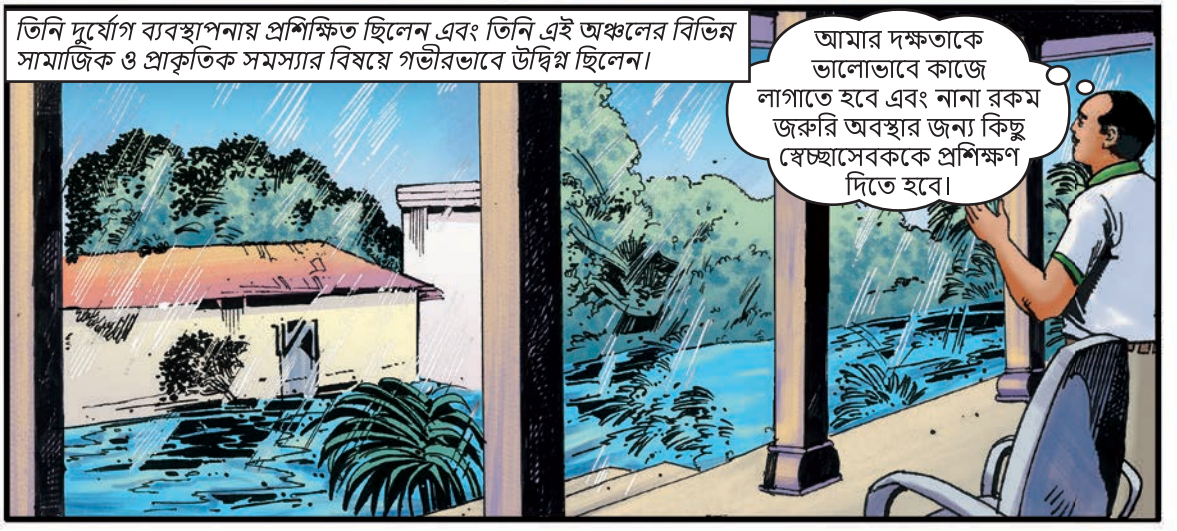
তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত ছিলেন এবং তিনি এই অঞ্চলের বিভিন্ন সামাজিক ও প্রাকৃতিক সমস্যার বিষয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন।
আমার দক্ষতাকে ভালোভাবে কাজে লাগাতে হবে এবং নানা রকম জরুরি অবস্থার জন্য কিছু স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

2006 সালে, বন্দু ইকোলজিক্যাল কনজারভেশন অর্গানাইজেশন নামে একটি এনজিও প্রতিষ্ঠা করেন, যা ইকো-প্রো নামেও পরিচিত।

আমাদের লক্ষ্য হল আমাদের পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করা, সেইসাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রস্তুত থাকা এবং নাগরিক সংস্থাকে তার দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা।

ইকো-প্রো-এর অংশ হিসাবে, স্বেচ্ছাসেবীরা প্রাণী উদ্ধারের মতো বেশ কয়েকটি কার্যক্রম করতে থাকেন...

সাপটাকে মেরো না তাই*। আমি এটাকে সরিয়ে নিয়ে যাব।

... সংরক্ষণ...

চোরাশিকারিদের হাত থেকে পশুদের রক্ষা করার জন্য আমাদের একটি টহলদারী দল তৈরি করা যাক।

আমরা বনের গাছ কাটা থেকেও মানুষকে থামাব।

...সাফাই অভিযান ....

এই লেকটা আগে একটি সুন্দর জায়গা ছিল।

চলো, এটাকে পরিষ্কার করে আবার সুন্দর বানানো যাক!

... এছাড়াও সামাজিক কারণে প্রতিবাদ ও সচেতনতা সমাবেশ।

গত কয়েক বছরে আমাদের শহরে বায়ু দূষণের মাত্রা বেড়েছে। কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে অন্যথায় আমাদের শিশুদের স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আপনি ঠিকই বলেছেন, বাতাস দিন দিন খারাপ হচ্ছে।

তাহলে আমাদের কী করা উচিত, ভাউ^?

WE WANT CLEAN AIR

WE WANT CLEAN AIR

LET U BREAT

*মারাঠি ভাষায় দিদি

^মারাঠি ভাষায় দাদা

ইকো-প্রো কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পগুলির মধ্যে একটি ছিল চন্দা দুর্গের পরিচ্ছন্নতা ও পুনরুদ্ধার।

এটি একটি বিশাল কাজ, কিন্তু এই দুর্গ চন্দ্রপুরের অহংকার।

হ্যাঁ, এটি আবার পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আমরা থামব না।

এভাবে ইকো-প্রোর দশ সদস্যের একটি দল দুর্গ পরিষ্কার করতে শুরু করে।

প্রতি সপ্তাহান্তে এবং ছুটির দিনে, অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকরাও দলে যোগ দিতে থাকে।

আমার দোকান আজ বন্ধ, আর আমার ছেলেরও স্কুল নেই। আমরা কি আপনাদের সাথে যোগ দিতে পারি?

নিশ্চই!

দুর্গ পুনরুদ্ধার করার জন্য ইকো-প্রো-এর প্রচেষ্টায় সর্বস্তরের মানুষ যোগ দেয়।

200 দিন একটানা কাজ করার পর দুর্গের বেশিরভাগ অংশ পরিষ্কার করা হয়।

আমরা একসাথে অনেক দূর এসেছি, দল। আমি আমাদের এবং সমস্ত নাগরিক যারা আমাদের সাহায্য করেছে তাদের জন্য খুব গর্বিত।

দারুণ!

ইকো-প্রো'র কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রীর কাছেও প্রশংসিত হয়েছে।

দুর্গ আমাদের ঐতিহ্যের প্রতীক। আমাদের ঐতিহাসিক ঐতিহ্যকে নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন রাখা সকল দেশবাসীর কর্তব্য। আমি ইকোলজিক্যাল কনজারভেশন অর্গানাইজেশন, তাদের পুরো দল এবং চন্দ্রপুরবাসীকে অভিনন্দন জানাই।

দৈতারি নায়েক

উফফ্!
আহহ্!
এটা খুব কঠিন কাজ!
আমি তোমাকে দৈতারি নায়েক সম্পর্কে বলি, যিনি চার বছর ধরে প্রতিদিন এটি করেছিলেন। তোমার মতো নরম মাটি নয়, তিনি পাথর খনন করেছেন। তিনি যা অর্জন করেছিলেন তা অবিশ্বাস্য ছিল।

দৈতারি নায়েক ওড়িশার কেওনঝড় জেলার তালবৈতরনীর পাথুরে ও শুষ্ক গ্রামে বাস করতেন।
জীবন খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে। এখানে কিছুই জন্মায় না এবং মানুষ গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

তারা কি বা করতে পারে? এখানে জল নেই। বৃষ্টি হলে ফসল জন্মায় বটে কিন্তু বিক্রি করার মতো পর্যাপ্ত পরিমাণে জন্মায় না।
আমি সেই পাহাড়ের আড়ালে জলের শব্দ শুনতে পাচ্ছি কিন্তু এক ফোঁটাও এখানে আসে না।
দৈতারীর গ্রামের পিছনে গোনাসিকা পাহাড়ের উপর দিয়ে গুপ্ত বৈতরণী নদী প্রবাহিত হয়েছে।

সেই জল এখানে আনার উপায় থাকলে আমাদের জীবন অনেক সহজ হতো।
হা হা! চাষি না হয়ে তোমার ইঞ্জিনিয়ার হওয়া উচিত ছিল।

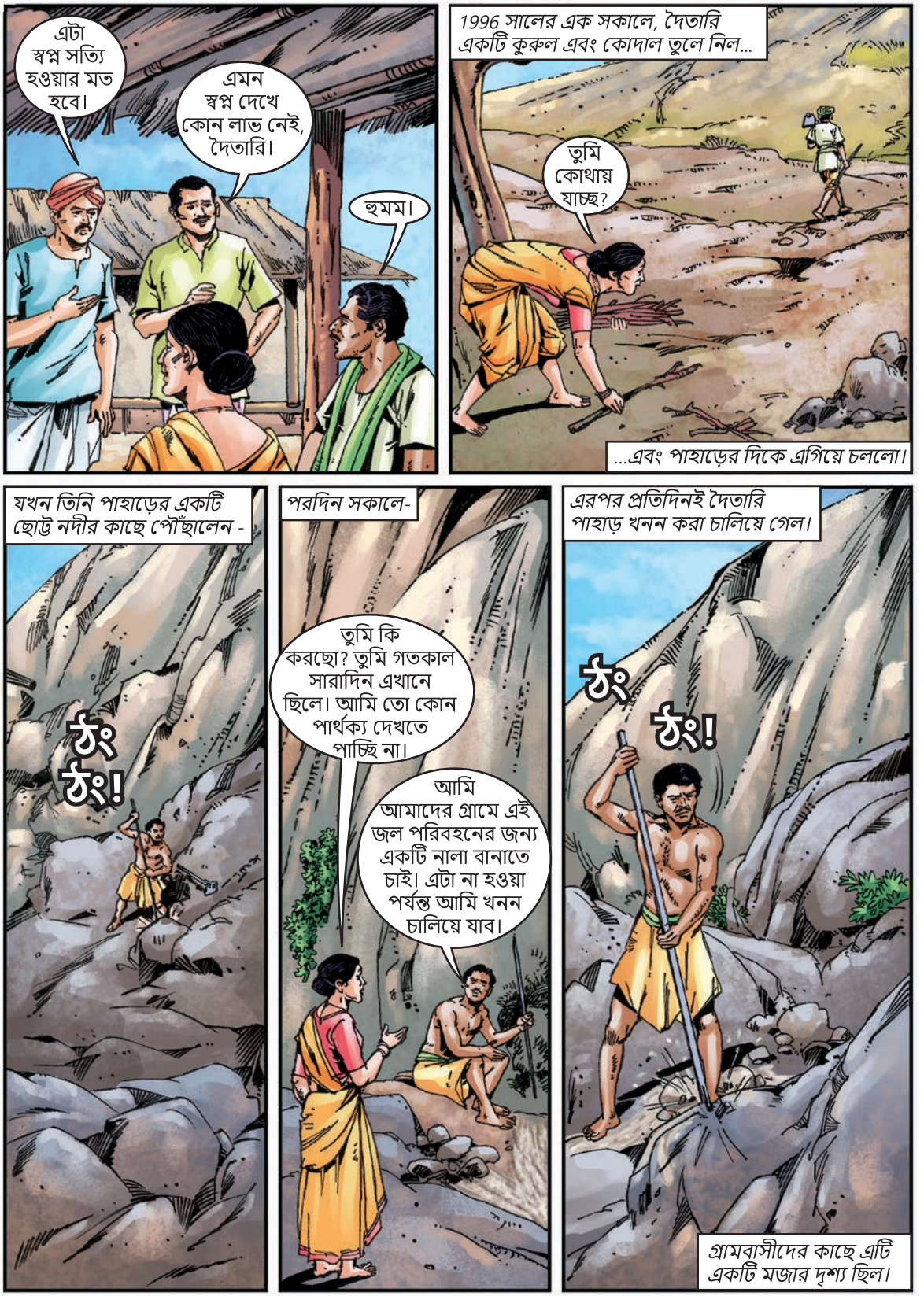
এটা স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মত হবে।
এমন স্বপ্ন দেখে কোন লাভ নেই, দৈতারি।
হুমম।
1996 সালের এক সকালে, দৈতারি একটি কুরুল এবং কোদাল তুলে নিল...
তুমি কোথায় যাচ্ছ?
...এবং পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চললো।
যখন তিনি পাহাড়ের একটি ছোট্ট নদীর কাছে পৌঁছালেন -
ঠং ঠং!
পরদিন সকালে-
তুমি কি করছো? তুমি গতকাল সারাদিন এখানে ছিলে। আমি তো কোন পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি না।
আমি আমাদের গ্রামে এই জল পরিবহনের জন্য একটি নালা বানাতে চাই। এটা না হওয়া পর্যন্ত আমি খনন চালিয়ে যাব।
এরপর প্রতিদিনই দৈতারি পাহাড় খনন করা চালিয়ে গেল।
ঠং
ঠং!
গ্রামবাসীদের কাছে এটি একটি মজার দৃশ্য ছিল।

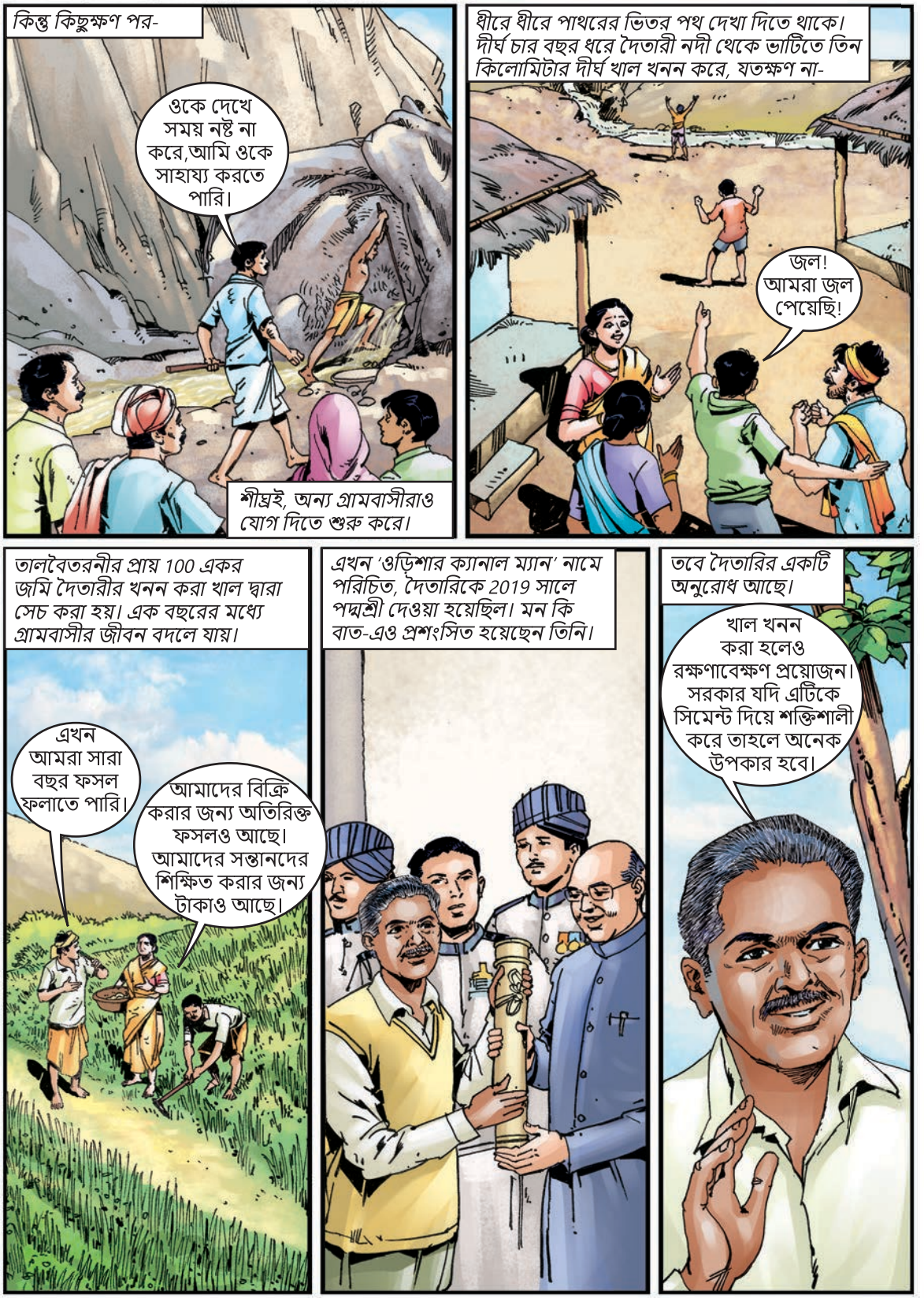
কিন্তু কিছুক্ষণ পর-
ওকে দেখে সময় নষ্ট না করে,আমি ওকে সাহায্য করতে পারি।
শীঘ্রই, অন্য গ্রামবাসীরাও যোগ দিতে শুরু করে।
ধীরে ধীরে পাথরের ভিতর পথ দেখা দিতে থাকে। দীর্ঘ চার বছর ধরে দৈতারী নদী থেকে ভাটিতে তিন কিলোমিটার দীর্ঘ খাল খনন করে, যতক্ষণ না-
জল! আমরা জল পেয়েছি!
তালবৈতরনীর প্রায় 100 একর জমি দৈতারীর খনন করা খাল দ্বারা সেচ করা হয়। এক বছরের মধ্যে গ্রামবাসীর জীবন বদলে যায়।
এখন আমরা সারা বছর ফসল ফলাতে পারি।
আমাদের বিক্রি করার জন্য অতিরিক্ত ফসলও আছে। আমাদের সন্তানদের শিক্ষিত করার জন্য টাকাও আছে।
এখন 'ওড়িশার ক্যানাল ম্যান' নামে পরিচিত, দৈতারিকে 2019 সালে পদ্মশ্রী দেওয়া হয়েছিল। মন কি বাত-এও প্রশংসিত হয়েছেন তিনি।
তবে দৈতারির একটি অনুরোধ আছে।
খাল খনন করা হলেও রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন। সরকার যদি এটিকে সিমেন্ট দিয়ে শক্তিশালী করে তাহলে অনেক উপকার হবে।

লিডি ক্রোউ সোসাইটি

এটা অপূর্ব খেতে! কী এটা?
আমি জানি না এটাকে কি বলা হয়। এটা কিভাবে বানাতে হয় তা শুধু আমার ঠাকুমাই জানে।
চেষ্টা করে এটার রেসিপি তোমার শিখে নেওয়া উচিত।

নিজেদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার সর্বোত্তম উপায় হল এটি শেখা এবং অনুশীলন করা। কোহিমার একদল লোক তরুণদের মধ্যে নাগা সংস্কৃতি প্রচার করছে।

2012 সালে, কোহিমাতে-
আমাদের বাচ্চাদের তাদের সংস্কৃতির সাথে কোন সংযোগ নেই।
হ্যাঁ, আমার বাচ্চারা ঐতিহ্যবাহী পোশাক, গান বা খাবারে আগ্রহী নয়।

এসব কেউ না শিখলে ধীরে ধীরে আমাদের সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে।
এগুলি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদের কিছু করা উচিত।

তাঁদের সংস্কৃতিকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে একদল নারী লিডি ক্রোউ সোসাইটি শুরু করেন।

LIDI KROU SOCIETY
KOHIMA

এই সোসাইটির বেশিরভাগ সদস্যই ছিলেন মা, যারা একটি গানের দলের অংশ ছিলেন।

তাঁরা নাগাদের ঐতিহ্যবাহী জিনিস এবং তাদের ঘরোয়া অভ্যাসগুলি সম্পর্কে আরও জানতে আগ্রহী লোকেদের জন্য কর্মশালা এবং ক্লাস পরিচালনা শুরু করেছিলেন...

এসো তোমাদের দেখাই কিভাবে আমরা চাল কুটি।

...তাঁদের রান্না...

এখন বাঁশের ভিতরে মাছটা রান্নার জন্য প্রস্তুত।

আমি একবার এটা খেয়েছিলাম, খুব সুস্বাদু ছিল!

...তাঁদের সঙ্গীত....

এসো, এই গানগুলি রেকর্ড করি এবং এটি দিয়ে একটি অ্যালবাম তৈরি করি।

দারুণ হবে!

...তাঁদের নৃত্য....

ওরা বাচ্চাগুলিকে ভালোই প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।

সত্যি। ছোটবেলা থেকে আমাদের লোকনৃত্যের এত সুন্দর প্রদর্শন আমি কখনও দেখিনি।

... সেইসাথে তাদের পোশাক এবং জীবনধারা।

আমাদের ঐতিহ্যবাহী বয়ন আমাদের পরিচয় ও ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমি সবসময় বিশেষ উপলক্ষ এবং উৎসবে এইগুলি পরিধান করি।

এই মেখলা* আমি আমার স্কুলের ফেয়ারওয়েলে পরব।

লোকেরা তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে শুরু করে।

আমার তৈরি বাঁশের ঝুড়ি সব বিক্রি হয়ে গেছে।

খুব ভালো!

নাগা সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য লিডি ক্রোউ-এর মিশন সফল হয়েছে।

তাঁদের কাজ অন্যদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে উঠতে পারে।

বন্ধুরা, আপনার এলাকায়ও এমন সাংস্কৃতিক শৈলী এবং ঐতিহ্য আছে। আপনিও নিজ নিজ এলাকায় এ ধরনের প্রচেষ্টা করতে পারেন।

*একটি ঐতিহ্যবাহী নাগা পোশাক, যা সাধারণত স্কার্ট হিসাবে পরা হয়

মার্টিনা দেবী

শ্রেয়স খুব রেগে ছিল।
আমিই ছিলাম যে বেশিরভাগ চেয়ার মাঠ থেকে হলে নিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু স্পোর্টস স্যার কেবল সেই দশম শ্রেণির মহেশকে ধন্যবাদ জানাচ্ছিলেন।
তুমি জানোই না যে, তুমি হয়ত একজন ভারোত্তোলক হয়ে উঠতে পারো, শ্রেয়াস।
চেয়ার তুলে?!
হা হা হা! আগে আমার গল্পটা শোনো,তাহলে বুঝতে পারবে কী বলতে চাইছি।

2016 সালে মণিপুরের এক সুদূর গ্রামে-
দেখো, বাবা! কুঞ্জরানী মণিপুরের। আমিও ওঁর মতো ভারোত্তোলক হতে চাই।
আর বিজয়ী হলেন, মণিপুরের কুঞ্জরানী দেবী!
দশ বছর বয়সী মার্টিনা ভারতীয় চ্যাম্পিয়ন ভারোত্তোলক কুঞ্জরানী দেবীকে নিয়ে তৈরি একটি অনুষ্ঠান দেখছিলেন।

তুমি নিশ্চয়ই পারবে! তোমাকে শুধু কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।
তুমি কি প্রতিদিন ভারি বালতিতে আমার জন্য জল নিয়ে যাও না? তুমি তো আমার শক্ত মেয়ে।

মার্টিনার জন্য, তার প্রতি তার পিতামাতার বিশ্বাসই যথেষ্ট ছিল। সেই বছরের ডিসেম্বরে সে প্রশিক্ষণ শুরু করে।

এই মেয়েটির মধ্যে প্রচুর সম্ভাবনা আছে।

হ্যাঁ, খেলাটির প্রতিও সে নিবেদিতপ্রাণ।

সেই নিবেদিতপ্রাণ এবং স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (SAI), লখনউ- এর সহায়তা এবং প্রশিক্ষণের ফলে অনেক জয় এসেছিল।

আপনি 2022 সালে ভারোত্তোলনে 39টি রেকর্ড তৈরি করেছেন। আপনার কি আর কিছু করার বাকি আছে?

অবশ্যই! বিশ্ব মঞ্চে যেতে আমার অনেক পথ বাকি আছে কিন্তু আমি জানি যে আমি এটা করতে পারব।

তাহলে, এর পর কী?

এবার বিশ্ব যুব চ্যাম্পিয়নশিপ এবং তারপর অলিম্পিক।

নিজের প্রতি মার্টিনার অগাধ আস্থা তার নিজের বক্তব্যে প্রতিফলিত হয়।

আমি জানি আমি সবসময় আগের চেয়ে ভালো করব।

প্রধানমন্ত্রী মোদি যে তার রেডিও প্রোগ্রামে তার কৃতিত্বের প্রশংসা করেছেন তা মার্টিনার সাফল্যের যথেষ্ট প্রমাণ।

এন.কে. হেমলতা

*মাধ্যমিক বিদ্যালয় ত্যাগের শংসাপত্র, গ্রেড 10 পরীক্ষা নামেও পরিচিত

^তামিলনাড়ুর একটি জেলা

হেমলতা 50 টিরও বেশি ভিডিও রেকর্ড করেছেন, তিনি যা সবচেয়ে ভাল করেন তা করছেন - শিক্ষাদান।

সবাই পাঠ্যপুস্তকের 33 নম্বর পৃষ্ঠা খোলো। এই অধ্যায়ে, আমরা থিরুক্কুরাল* শিখব।

REC

শাহুল ও আরও কয়েকজন মিলে এই ভিডিওগুলো অ্যানিমেট ও নির্মাণ করেছেন।

ভিডিওটি 30টি পেনড্রাইভে আপলোড করা হয়েছিল এবং হেমলতার ছাত্রদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল।

ধন্যবাদ। মিস্!

পুরো উদ্যোগের জন্য কয়েক হাজার টাকা খরচ হয়েছে, যা হেমলতা তাঁর নিজের থেকে দিয়েছেন।

এমনকি তিনি প্রতিদিন তার ছাত্রদের ডেকে তাদের অগ্রগতি জানতেন।

আজকের অধ্যায়ে কোন জিজ্ঞাসা আছে?

না, মিস, এটা খুব সহজ ছিল।

আশ্চর্যজনকভাবে, তারা ভালো ফলাফল করেছে।

আপনার এই ক্লাসও শতকরা একশো শতাংশ উত্তীর্ণ হয়েছে!

আমার ছাত্ররা আমাকে সব সময় গর্বিত করে।

বছরের পর বছর ধরে, হেমলতা তার উদ্ভাবনী শিক্ষাদান পদ্ধতির জন্য অনেক পুরস্কার পেয়েছেন।

তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং আরও শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত করার আশা করেন।

* সঠিক জীবনযাপন এবং সঠিক চিন্তাভাবনা সম্পর্কে তামিল কবিতা সংগ্রহ

মা সরস্বতী সেল্ফ হেল্প গ্রুপ

*উত্তর প্রদেশের একটি জেলা

^কলা গাছে একবারই ফল ধরে। এর পরে, কাণ্ডটি কাটা হয় এবং নতুন অংকুরগুলিকে একটি নতুন উদ্ভিদে জন্মাতে দেওয়া হয়।

একদিন, লখিমপুর খেরির মুখ্য উন্নয়ন আধিকারিক অরবিন্দ সিং ইশানগরের সমাইসা গ্রামে গিয়ে কৃষকদের সঙ্গে দেখা করেন।
আপনারা কলাগাছের এই কাণ্ডগুলো দিয়ে কী করেন?
ফেলে দিই।

আমরা এগুলি দিয়ে কিছু করতে চাই, কিন্তু আমরা জানিনা যে কী করা উচিত। আমরা চাই না কলাগাছের ভাল কাণ্ডগুলি নষ্ট হয়ে যাক।
হুম... দেখা যাক কিছু করা যায় কিনা।
যে মহিলা কথা বলছিলেন, তিনি মা সরস্বতী নামে একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সভাপতি পুনম দেবী।

অরবিন্দ শীঘ্রই সমস্যার কার্যকরী সমাধান খুঁজতে শুরু করলেন। এক দিন -
আমার মনে হয় এটাই ঠিক। পেয়ে গেছি!

অরবিন্দ পুনম দেবী ও তার দলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।
আমরা কলার ডালপালা থেকে ফাইবার বের করতে পারি। কলার ফাইবার কাপড়, ব্যাগ এবং অন্যান্য অনেক জিনিস তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। আমি আপনাদের গ্রামে একটি নিষ্কাশন ইউনিট স্থাপন করতে পারি। আপনারা কি ফাইবার সংগ্রহের কাজটি করবেন?
অবশ্যই, স্যার। এতে আমাদের আয় হবে এবং উৎপাদিত পণ্যও ভালো কাজে লাগবে।

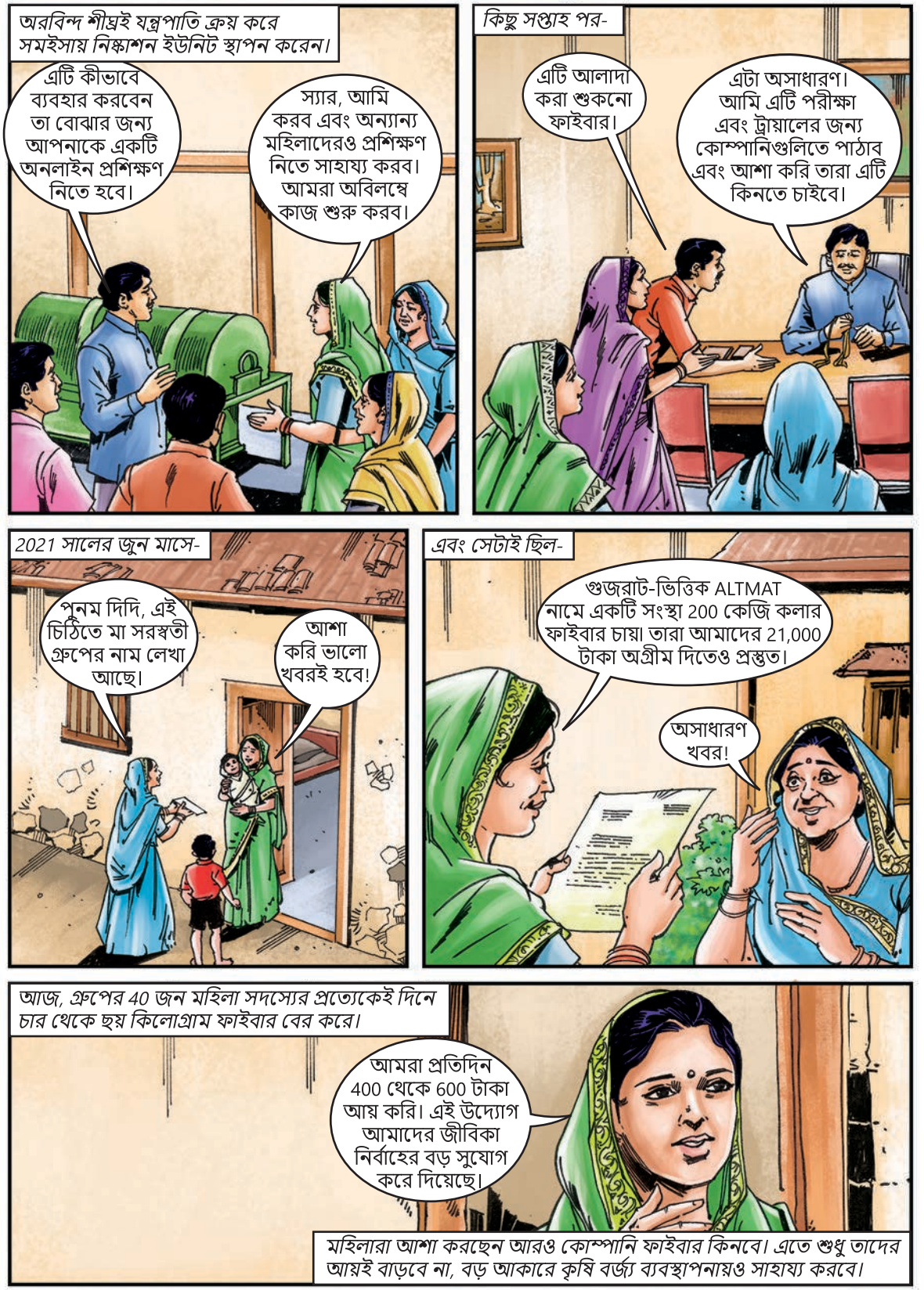
অরবিন্দ শীঘ্রই যন্ত্রপাতি ক্রয় করে সমইসায় নিষ্কাশন ইউনিট স্থাপন করেন।
এটি কীভাবে ব্যবহার করবেন তা বোঝার জন্য আপনাকে একটি অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে হবে।
স্যার, আমি করব এবং অন্যান্য মহিলাদেরও প্রশিক্ষণ নিতে সাহায্য করব। আমরা অবিলম্বে কাজ শুরু করব।
কিছু সপ্তাহ পর-
এটি আলাদা করা শুকনো ফাইবার।
এটা অসাধারণ। আমি এটি পরীক্ষা এবং ট্রায়ালের জন্য কোম্পানিগুলিতে পাঠাব এবং আশা করি তারা এটি কিনতে চাইবে।
2021 সালের জুন মাসে-
পুনম দিদি, এই চিঠিতে মা সরস্বতী গ্রুপের নাম লেখা আছে।
আশা করি ভালো খবরই হবে!
এবং সেটাই ছিল-
গুজরাট-ভিত্তিক ALTMAT নামে একটি সংস্থা 200 কেজি কলার ফাইবার চায়। তারা আমাদের 21,000 টাকা অগ্রীম দিতেও প্রস্তুত।
অসাধারণ খবর!
আজ, গ্রুপের 40 জন মহিলা সদস্যের প্রত্যেকেই দিনে চার থেকে ছয় কিলোগ্রাম ফাইবার বের করে।
আমরা প্রতিদিন 400 থেকে 600 টাকা আয় করি। এই উদ্যোগ আমাদের জীবিকা নির্বাহের বড় সুযোগ করে দিয়েছে।
মহিলারা আশা করছেন আরও কোম্পানি ফাইবার কিনবে। এতে শুধু তাদের আয়ই বাড়বে না, বড় আকারে কৃষি বর্জ্য ব্যবস্থাপনায়ও সাহায্য করবে।

স্মার্টগাঁও

স্কুলের মধ্যান্তর শেষে বাচ্চারা ক্লাসে ফিরছিল।

কি হয়েছে, শারদা? তুমি সারাদিন খুব চুপচাপ ছিলে।

আমার মা বলেছেন আগামী বছর আমাদের গ্রামে ফিরে যেতে হবে। ইন্টারনেট এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ছাড়া তুমি জীবন কল্পনা করতে পারো?

ঠিক তখনই স্যার ক্লাসে ঢুকলেন-

স্যার, শারদাকে হয়তো তার গ্রামে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু ও যেতে চায় না।

হ্যাঁ স্যার, ওখানে ওর একদমই ভালো লাগবে না।

আমি আশা করব যে শারদাকে যেন যেতে না হয়, তবে ভারতীয় গ্রামগুলিও আধুনিক হয়ে উঠছে। যোগেশ সাহু এবং রজনীশ বাজপেয়ী নামে দুই যুবক, ভারতের গ্রামগুলিকে রূপান্তরিত করার মিশনে রয়েছেন এবং দুর্দান্ত কাজ করছেন।

2015 সালে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সান জোসে* পরিদর্শন করেছিলেন এবং SAP সেন্টারে^ কিছু বক্তব্য রেখেছিলেন।

মানুষ বলছে এই 'ব্রেন ড্রেন' বন্ধ করতে কিছু করতে হবে। এই 'ব্রেইন ড্রেন'ও কিন্তু 'ব্রেইন গেইন' উঠতে পারে।

'ব্রেইন ড্রেন' থেকে 'ব্রেইন গেইন'- একটি আকর্ষণীয় ভাবনা। আমিও ভারতের উন্নতিতে অবদান রেখে 'ব্রেইন গেইন'-এর অংশ হতে পারি।

প্রধানমন্ত্রীর কথায় অনুপ্রাণিত ব্যক্তি ছিলেন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার রজনীশ বাজপেয়ী।

কয়েকদিন পর, রজনীশ তার কলেজের বন্ধু যোগেশ সাহুকে ফোন করেন, যিনি একজন মুম্বাই-ভিত্তিক উদ্যোক্তা।

তোমার মনে আছে কলেজে আমরা আমাদের গ্রামের জন্য কিছু করার কথা বলতাম। আমার মাথায় একটা প্রজেক্ট আছে। তুমি কি আমার সাথে কাজ করতে চাও?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

* মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার একটি শহর

^সান জোসের ইনডোর এরিনা

*উত্তর প্রদেশের রাইবারেলি জেলার একটি গ্রাম,

^গ্রামের প্রধান

পরের বছর, গ্রামের মানুষ গ্রামে ইন্টারনেট পরিষেবা, রাস্তার আলো, টয়লেট, উন্নত বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পেয়েছিল।

যারা ইন্টারনেট ব্যবহার করতে চান তাদের জন্য এটি নতুন ওয়াইফাই জোন।

আমাদের গ্রাম সম্পূর্ণ বদলে গেছে। তোমাদের কাজের জন্য কোন ধন্যবাদই যথেষ্ট নয়।

তবে তখনও দুজনের কাজ শেষ হয়নি। তারা শীঘ্রই আর একটি পরিকল্পনা নিয়ে গ্রামের কৃষকদের সাথে দেখা করেন।

আমাদের অ্যাপে, একটি গ্রাম-মার্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আপনি যে পণ্যটি বিক্রি করতে চান সে সম্পর্কে তথ্য লিখতে পারেন। আশেপাশের গ্রামের লোকেরা সেটি দেখে অর্ডার দিতে পারবে।

তারমানে মাঝখানে কেউ থাকবে না।

আর তারমানে একটু বেশি টাকা!

গ্রামের মহিলাদের আয় বাড়াতে রজনীশ ও যোগেশেরও পরিকল্পনা ছিল।

অ্যাপটিতে ব্যবসার সুযোগ নামে একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আপনি যদি আপনার কোনও পণ্য বিক্রি করতে চান তবে আপনি অ্যাপটির মাধ্যমে তা করতে পারেন।

আমাদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের পর আমরা আপনাকে অন্যান্য লোকেদের সাথে সংযুক্ত করতে পারি এবং আপনাকে আপনার সৃষ্টি বিক্রি করতে এবং আপনার আয় বাড়াতে সাহায্য করতে পারি।

পরের কয়েক বছরে, রজনীশ এবং যোগেশ আরও ১৪টি গ্রামকে তৌধকপুরের প্রতিরূপ হিসেবে তৈরি করতে সফল হয়েছেন।

নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার গ্রামে শীঘ্রই বিশুদ্ধ পানীয় জল পাওয়া যাবে।

শুধুমাত্র আপনাদের সহযোগিতা কাম্য।

আজ, রজনীশ এবং যোগেশ 20টিরও বেশি গ্রামের সাথে কাজ করছে এবং তাদের সাথে প্রায় 22টি স্টার্ট-আপ সহযোগিতা করছে।

সময়ের সাথে সাথে, আমরা দেশের প্রতিটি গ্রামে পৌঁছাতে চাই এবং তাদের সবাইকে স্মার্ট গ্রামে পরিণত করতে চাই।

স্মার্টগাঁও উদ্যোগটি সময়ের সাথে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে এবং এমনকি প্রধানমন্ত্রী মোদীর মন কি বাত-এও এর উল্লেখ করা হয়েছে।

সোনালী হেলভী

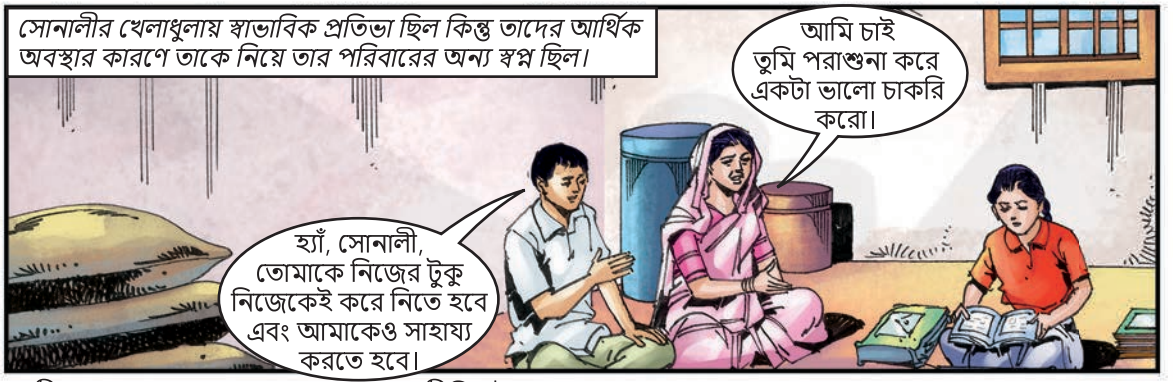

*জটিল গণনা দ্রুত সম্পাদন করতে ব্যবহৃত একটি ডিভাইস

*ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় খেলা যা চেজার এবং ডিফেন্ডারদের একটি লাইনে রেখে খেলা হয়।

^মারাঠি ভাষায় মা

**ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় খেলা যাতে দলগুলিকে আক্রমণ করা এবং রক্ষা করা হয়

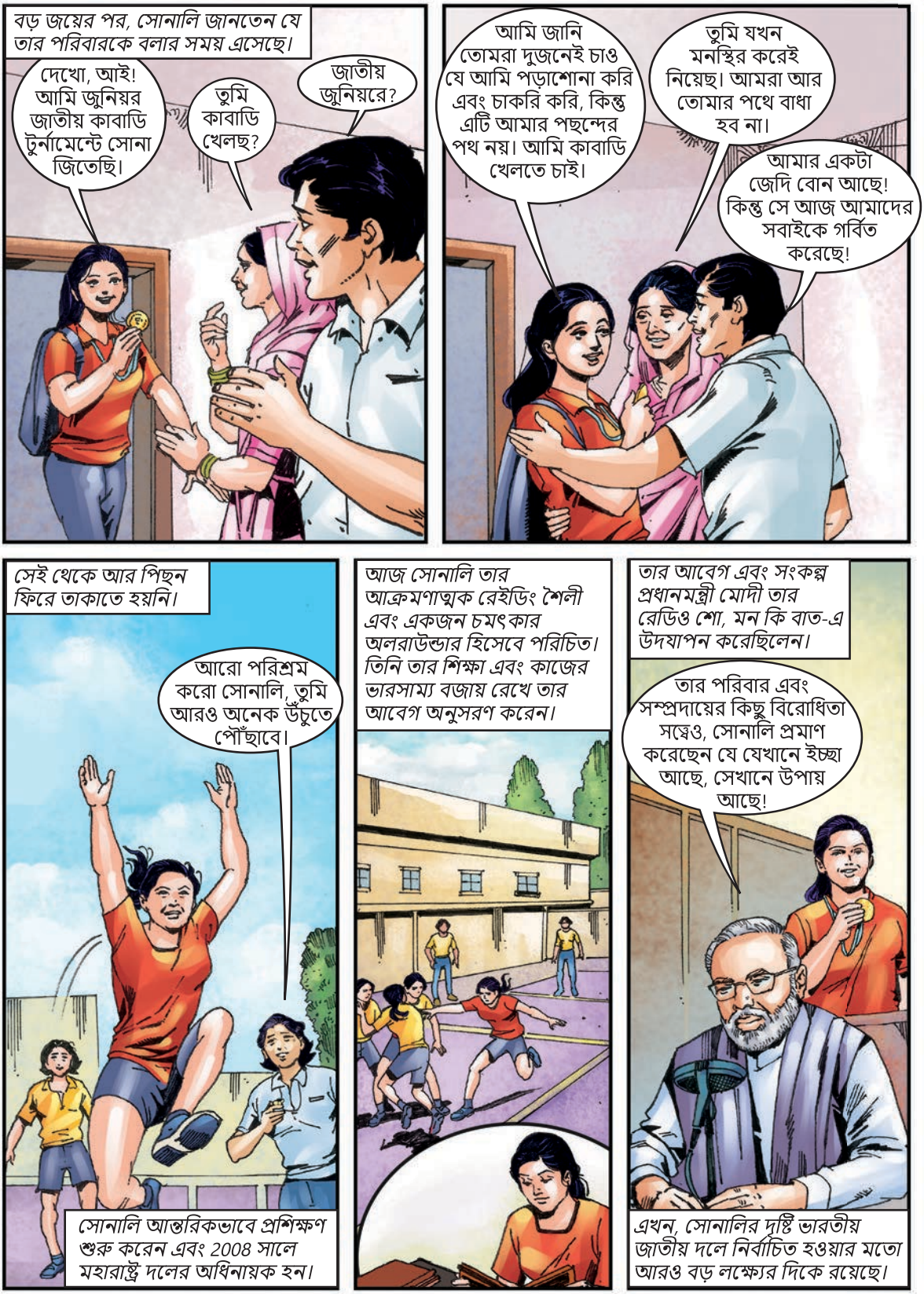
বড় জয়ের পর, সোনালি জানতেন যে তার পরিবারকে বলার সময় এসেছে।
দেখো, আই! আমি জুনিয়র জাতীয় কাবাডি টুর্নামেন্টে সোনা জিতেছি।
তুমি কাবাডি খেলছ?
জাতীয় জুনিয়রে?
আমি জানি তোমরা দুজনেই চাও যে আমি পড়াশোনা করি এবং চাকরি করি, কিন্তু এটি আমার পছন্দের পথ নয়। আমি কাবাডি খেলতে চাই।
তুমি যখন মনস্থির করেই নিয়েছ। আমরা আর তোমার পথে বাধা হব না।
আমার একটা জেদি বোন আছে! কিন্তু সে আজ আমাদের সবাইকে গর্বিত করেছে!
সেই থেকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি।
আরো পরিশ্রম করো সোনালি, তুমি আরও অনেক উঁচুতে পৌঁছাবে।
সোনালি আন্তরিকভাবে প্রশিক্ষণ শুরু করেন এবং 2008 সালে মহারাষ্ট্র দলের অধিনায়ক হন।
আজ সোনালি তার আক্রমণাত্মক রেইডিং শৈলী এবং একজন চমৎকার অলরাউন্ডার হিসেবে পরিচিত। তিনি তার শিক্ষা এবং কাজের ভারসাম্য বজায় রেখে তার আবেগ অনুসরণ করেন।
তার আবেগ এবং সংকল্প প্রধানমন্ত্রী মোদী তার রেডিও শো, মন কি বাত-এ উদযাপন করেছিলেন।
তার পরিবার এবং সম্প্রদায়ের কিছু বিরোধিতা সত্ত্বেও, সোনালি প্রমাণ করেছেন যে যেখানে ইচ্ছা আছে, সেখানে উপায় আছে!
এখন, সোনালির দৃষ্টি ভারতীয় জাতীয় দলে নির্বাচিত হওয়ার মতো আরও বড় লক্ষ্যের দিকে রয়েছে।

শ্রীপতি টুডু

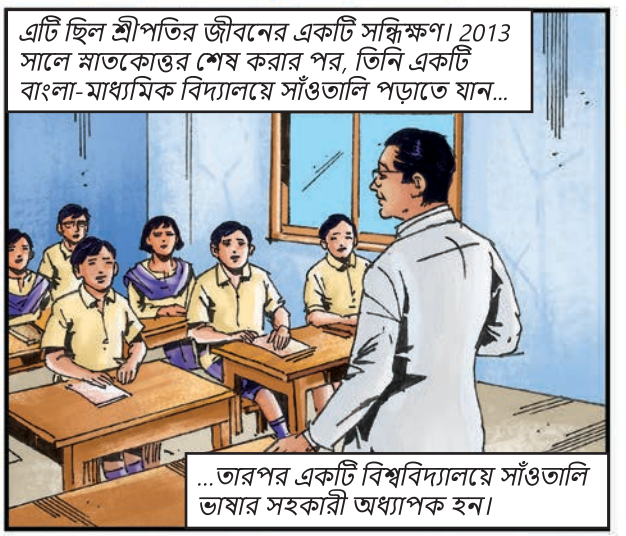

* আদিবাসী উপজাতি বাংলাদেশ ও নেপালেও দেখা যায়।
^সাঁওতালি ভাষার লিপির নাম

শ্রীপতি ভারতের সংবিধানের কথা শুনেছিলেন, কিন্তু এখন অবশেষে ইংরেজিতে পড়ার সুযোগ পেলেন।

ঐতিহাসিকভাবে নিপীড়িত সম্প্রদায় হিসেবে আমাদের সাঁওতালদের, আমাদের অধিকার সম্পর্কে জানতে হবে। তফসিলি উপজাতিদের জন্যও বিশেষ বিধান রয়েছে সংবিধানে! কি লজ্জা যে আমরা অনেকেই পড়তে পারি না।

2003 সালে, সাঁওতালি একটি সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃত হয়। ধীরে ধীরে সাঁওতালি পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা বাড়তে থাকে কারণ সরকারি স্কুলে পাঠদান শুরু হয়।

শ্রীপতি ছিলেন বর্তমান পাঠ্যপুস্তকগুলিকে সাঁওতালি ভাষায় অনুবাদ করার জন্য নিযুক্ত শিক্ষাবিদদের একজন।

2019 সালে, সাঁওতালি শেখানোর এবং অনুবাদের শিল্পে দক্ষতা অর্জন করার পর, তিনি এমন একটি প্রকল্পের কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন যেটা সব সময় তার মনের ভিতরে ছিল।

আমাকে সংবিধান আমার মানুষগুলোর কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আমি সাঁওতালিতে অনুবাদ করব।

THE CONSTITUTION OF INDIA

শীঘ্রই, COVID-19 লকডাউন তার কাছে সেই সুযোগ এনে দিল। তিনি সংবিধানের ইংরেজি, হিন্দি ও বাংলা সংস্করণ থেকে পাঠ নেন।

অনেক জটিল শব্দ আছে। এই আদি জটিল কামি*।

অনেক চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে।

কিন্তু দৃঢ় সংকল্পের সাথে...

সাঁওতালি ভাষায় 'দ্বৈত নাগরিকত্ব' এবং 'গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র'-এর মতো পদগুলির সমতুল্য শব্দ নেই। পরিবর্তে আমি তাদের সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশ হিসাবে ব্যাখ্যা করব।

*খুবই জটিল কাজ

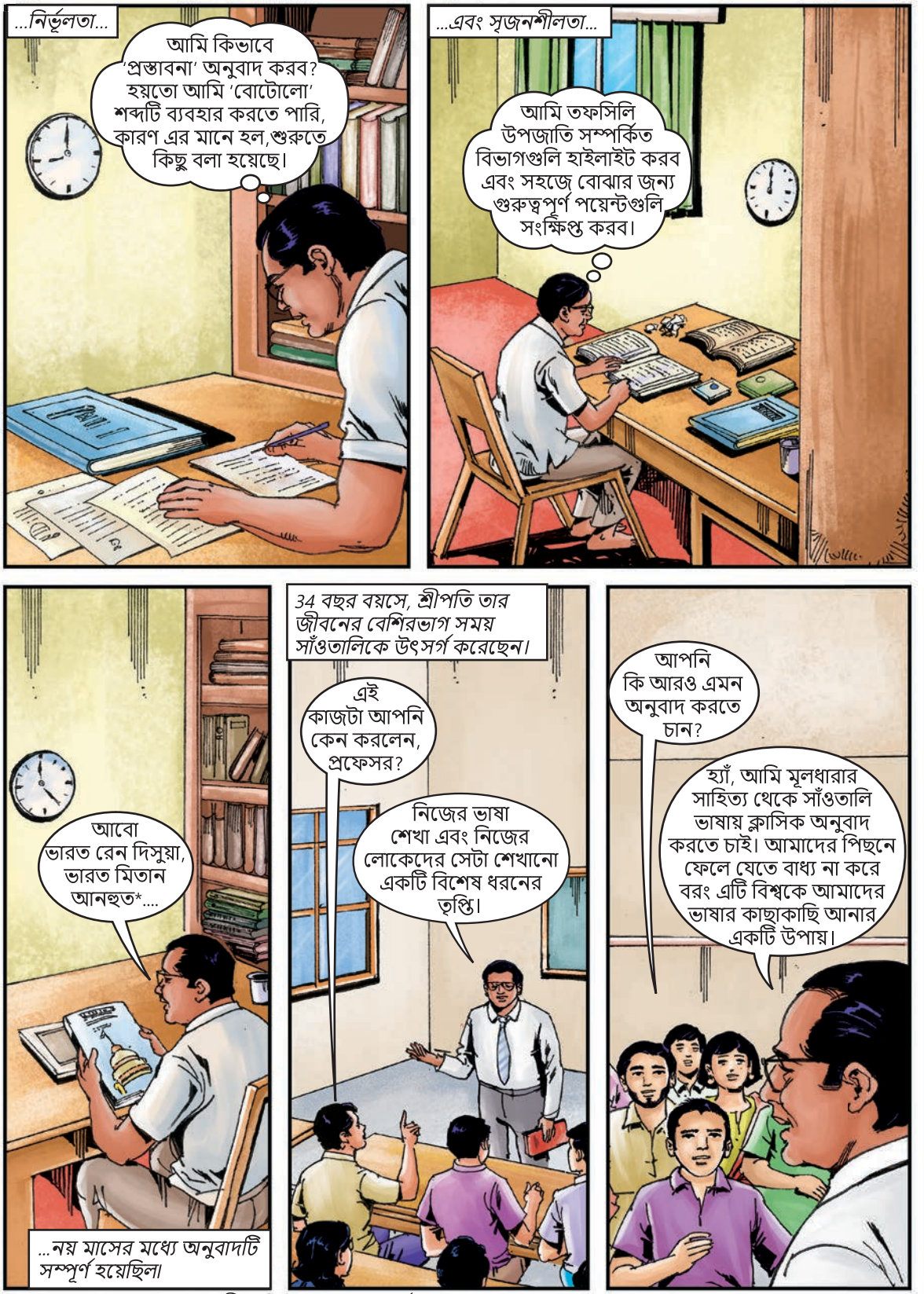

*"আমরা, ভারতের জনগণ, একটি সংবিধান প্রণয়নে সম্পূর্ণরূপে সংকল্পবদ্ধ..."
এটি প্রস্তাবনার প্রথম বাক্য।

যুব ব্রিগেড

*তরুণ দল

যেহেতু তারা প্রত্যেকে চাকরি করতেন, তাই যুব ব্রিগেডের সদস্যরা সপ্তাহান্তে মন্দিরে কাজ করতেন।

ওফ্, এই সুড়ঙ্গটা কাদাতে ভর্তি।

সাবধান! সাপ!

ভয়হীন ভাবে তারা পরিচ্ছন্নতার কাজ চালিয়ে যান।

আস্তে আস্তে মন্দিরের সৌন্দর্য দেখা যেতে লাগল।

এই সমস্ত খোদাই আর নকশাগুলি খুব জটিল।

আমি এটি সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করতে যাচ্ছি... হয়তো অন্যরাও আমাদের সাথে যোগ দেবে।

শীঘ্রই-

আমি আপনার পোস্ট দেখেছি। আমার সিমেন্টের ব্যবসা আছে। আমি মন্দিরটি পুনরুদ্ধারের জন্য উপকরণ প্রদান করে সাহায্য করতে ইচ্ছুক।

আমি রঙ দিতে পারি।

আসল মূর্তিগুলো চুরি হয়ে গেছে অনেক আগেই। যুব ব্রিগেড নতুন মূর্তি স্থাপন করেছে, ক্ষতিগ্রস্ত দেয়াল মেরামত করেছে এবং কয়েক মাসের কঠোর পরিশ্রমের পর বীরভদ্রস্বামী মন্দির আবার পরিষ্কার এবং সুন্দর হয়ে উঠেছে।

ওই বছরেরই পরের দিকে, মন কি বাত-এ প্রধানমন্ত্রী এই দলটির প্রশংসা করেছিলেন।

আমি যখন ভারতের যুবকদের দিকে তাকাই, আমি আনন্দিত এবং আত্মবিশ্বাসী বোধ করি কারণ তাদের একটি 'আমরা পারি' এবং 'করব' মনোভাব রয়েছে। কোনো চ্যালেঞ্জই তাদের জন্য বড় নয়। কিছুই নাগালের বাইরে নয়।

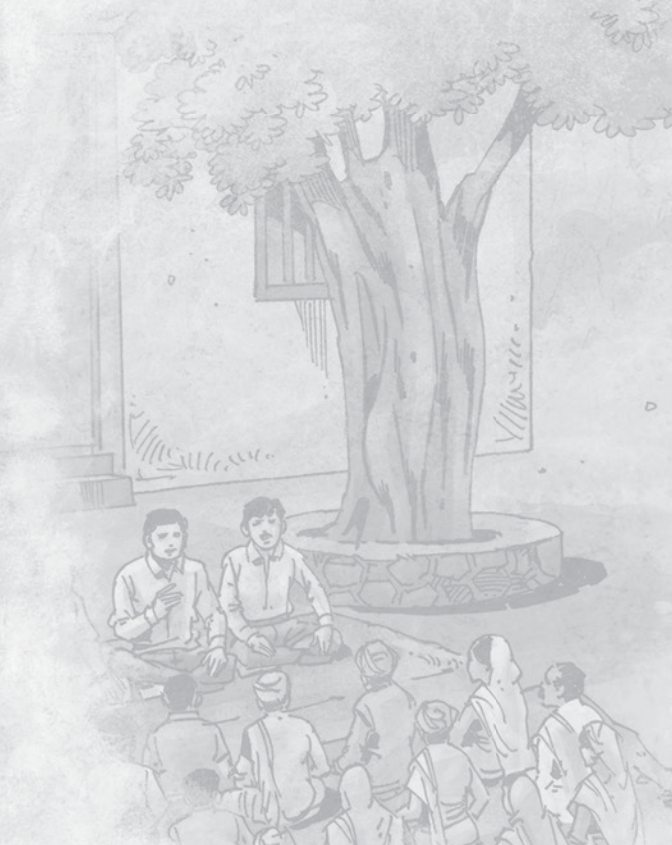

মন কি বাত

অধ্যায়-11

প্রধানমন্ত্রী মোদীর রেডিও অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে মন কি বাত-এর একাদশ অংশ প্রমাণ করে যে, যেখানে ইচ্ছা আছে, সেখানে উপায়ও আছে।

দৈতারি নায়েক এমন এক গ্রামে বাস করতেন যেখানে জমি শুকিয়ে গিয়েছিল, ফসল মরে যাচ্ছিল এবং পাহাড়ের আড়াল থেকে জলের স্রোত সর্বদা শোনা গেলেও সেই জলের দেখা মেলেনি। এক সকালে, তিনি একটি লোহার রড, একটি কোদাল এবং ইতিহাস তৈরি করার ইচ্ছা নিয়ে রওনা হন। বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রমের পর জীবনদানকারী জলে ভরা একটি খাল আজ সেই আকাঙ্ক্ষার প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।

দারিদ্র্যের ভার সত্ত্বেও বড় স্বপ্ন নিয়ে জন্মেছিলেন সোনালী হেলভী। কাবাডিতে তার আগ্রহকে তার পরিবার নিরুৎসাহিত করেছিল কারণ তারা রিপোর্ট কার্ড এবং প্রবেশিকা পরীক্ষাকেই সাফল্যের একমাত্র পথ বলে মনে করেছিল। কিন্তু সোনালীর ইচ্ছা ছিল প্রবল। বছরের পর বছর, সে অনেক ম্যাচকে মেডেলে পরিণত করেছে, এবং সন্দেহবাদীদের সমর্থকে পরিণত করেছে!

শ্রীপতি টুডু তার মাতৃভাষা সাঁওতালির সেবায় জীবন কাটিয়েছেন। তিনি যখন জানতে পারলেন যে ভারতের সংবিধানে এই উপজাতীয় ভাষার কোনো অস্তিত্ব নেই, তখন তার অনুবাদের ইচ্ছা জাগে। কষ্টকর অনুবাদের মাসগুলোতে তার কাজই তার পাশে থেকেছে এবং শেষে সাঁওতাল জনগণের কাছে তাদের অধিকার সম্পর্কে জ্ঞান পৌঁছে দিতে তিনি সফল হয়েছেন।

এগারোটি অনুপ্রেরণামূলক গল্পের এই সংকলনটি যতটাই চেষ্টা এবং ইচ্ছার কথা বলা হয়েছে, ঠিক ততটাই সফলতার সম্পর্কেও বলা হয়েছে।

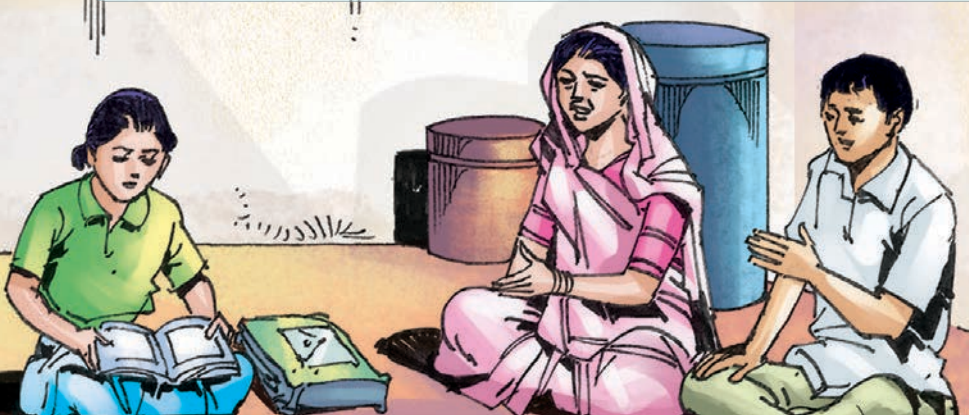

₹99
www.amarchitrakatha.com
ISBN 978-93-6127-422-0
9 789361 274220